মুজিবনগরে বিএনপির করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজারে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নির্দেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কেদারগন্জ বাজারের হাট প্রাঙ্গনে জেলা বিএনপি এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ এর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের মাঝে এ সকল মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,যুবনেতা আরিফ, আজাদ আলী, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপার্থী আজিমুদ্দীন গাজী,সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি এর নেতৃবৃন্দ।

কালীগঞ্জে নবগঠিত ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের তাতী দলের শুভেছা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ছাত্রদল কালীগঞ্জ উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার নবগঠিত আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দের তাতীদলের পক্ষ থেকে ফুলল শুভছা জানানা হয়েছে।

গত শুক্রবার সকাল শহরের দলীয় কার্যালয় জাতীয়তা বাদী স্বেছাসবক দলর পক্ষ থক নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দের ফুলল শুভেছা জানানো হয়েছে। নবগঠিত কমিটির উপজলা শাখার আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ, সদস্য সচিব মসুম উদ্দিন শোভন, পর শাখার আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, মাহতাব উদ্দিন কলেজ শাখার সাজিদ হাসান জনি, সদস্য সচিব কামরুল ইসলামসহ উপজেলা ছাত্রদলর যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, শাহাদৎ হোসন রিওন, তারেকুর রহমান টিপু, মেহেদী হাসান

হিরণ, পৌর শাখার যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল হোসেন জুয়ল, মুশফিকুর রহমান তানভীর, হাসানুজ্জামান ইভন, আশরাফুল ইসলাম নিরব, সাকিবুল হাসান, শিপন আহমদ।

কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আল আমিন, হারুন উর রশিদ রাজা, ইফতি জাহান, দিপু পারভজ, খালেদ সাইফুল্লাহ শাওন, উপজলা ছাত্রদলের সদস্য মনিরুজ্জামান মুনা, সাব্বির হাসান, গাজী তরিকুল, জুয়ল মিয়া, রাজিবুল ইসলাম রাজিব, পৌর ছাত্রদলের সদস্য মাসুম মন্ডল, তারিক মাহমুদ, সাকিবুল হাসান, মাহফুজ পারভেজ সহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীকে ফুলেল শুভেছা জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজলা স্বেছাসবক দলের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন তপন, স্বেছাসেবক দলের নেতা বুলবুল আহমদ, সোহল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, আলমগীর হোসেন, শহীদুল ইসলাম হিরু, দেলায়ার হোসেন,এ স এম মাসুম পারভেজ, তরিকুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান লিসান, এরশাদ হাসন সানা, সরোয়ার হোসেন, সাহেব আলী, সোহাগ হাসন, শাহ আলম, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

আইন শৃংখলা অবনতির আশংকায় মেলেনি পুলিশি অনুমতি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি’র অভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকায় বিবাদমান দুটি গ্রুপের একই দিনে পাল্টপাল্টি কর্মসূচিতে আইন শৃংখলা অবনতির আশংকায় মেলেনি পুলিশি অনুমতি।

রবিবার বিকালে দুটি গ্রুপের পাল্টপাল্টি কর্মসূচির ঘোষণা দেয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে দেখা দেয় উত্তেজনা। এ দিকে আইন শৃংখলা বিঘ্ন ঘটার আশংকায় রবিবার শহরে পুলিশি নজর দারী জোরদার করেছে স্থানীয় থানা পুলিশ। সেই সাথে থানা পুলিশ উভয় পক্ষকে একই দিনে অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলে পরবর্তীতে দুটি গ্রুপই স্ব-স্ব প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যেমে তাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছেন।

জানা যায়, সম্প্রতি কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি’র কমিটি ভেঙ্গে

বিএনপির তর্জন গর্জনই শোনা যায়, বর্ষণ দেখা যায় না: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আন্দোলনের হাঁক ডাক আর তর্জন গর্জনই শুধু শোনা যায় কিন্তু বর্ষণ দেখা যায় না, যাবেও না। তিনি আজ সকালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি- বিআরটিএ আয়োজিত বিশেষ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার হটানোর ঘোষণা প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতারা কর্মসূচি আর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকে। তাদের হাঁক ডাক অনেক শুনেছে জনগণ।

তিনি বলেন, তারা আন্দোলন করে দলীয় অফিসের সামনে নিজ দলের নেতাকর্মীদের মাথা ফাটিয়ে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রতি বছর ঈদের পরে আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেয় কিন্তু জনগণ কত ঈদ যে পার করলো, আন্দোলন আর দেখে না,রাজপথ শূন্যই থাকে।

তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলনের দ্বার রুদ্ধ করে তারা প্রেস ব্রিফিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিএনপির আন্দোলন পারস্পরিক অবিশ্বাস, কলহ, মিথ্যাচার আর নেতিবাচক রাজনীতির চক্রে আবদ্ধ, তাদের আন্দোলনের ডাক এখন মিথ্যাবাদী রাখালের গল্পের মতো বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে সরাতে না পারলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না, বিএনপি মহাসচিবের এমন কথা শুনলে জনগণ এখন হাসে, তারা কাদের নিয়ে আন্দোলন করবে? এদেশের স্বাধীনতা এসেছে আওয়ামী লীগের হাত ধরে, দেশের প্রতিটি অর্জনের সাথে মিশে আছে আওয়ামী লীগ।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার সেবা সহজিকরণে এবং গ্রাহকদের সুবিধার্থে দেশের যে কোন সার্কেল অফিস হতে যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, বিআরটিএকে সত্যিকার অর্থে সেবামূখি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদারসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার বড়পুকুরিয়া মামলার অভিযোগ গঠন পেছাল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১১ আসামির বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৭ নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জ কারাগারে নবনির্মিত ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক এ এইচ এম রুহুল ইমরান আসামিপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে এ তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলাটি অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। এজন্য তাঁর পক্ষে সময় আবেদন করেন মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার। শুনানি শেষে বিচারক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী অভিযোগ শুনানির এ তারিখ ধার্য করেন।

এ মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। জামায়াত নেতা নিজামী ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে আসামি ১১ জন। সম্প্রতি আরেক আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক মারা গেছেন।

আসামিরা হলেন খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন

চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার মো. আমিনুল হক, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন।

২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মেহেরপুরে দলীয় সমর্থনে প্রার্থীদের দোড়ঝাপ

করোনা ভাইরাস মহামারির শেষ কবে বিশ্ব জুড়ে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। এর মধ্যেই দেশে সময় ঘনিয়ে আসছে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের।

আইন অনুযায়ী আগামী বছরের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের আগে ইউপি নির্বাচন শুরু করতে হবে, আর শেষ করতে হবে জুনের আগেই। বর্তমানে দেশে ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। ২০১৬ সালের ২২ মার্চ, শুরু হয়ে কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শেষ হয় ঐ বছরের ৪ জুন।

আইন অনুযায়ী কোনো ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এই হিসাব অনুযায়ী, আগামী বছরের মার্চে যেসব ইউনিয়ন পরিষদের পাঁচ বছর মেয়াদ হবে, সেসব ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে, এ বছরের

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে গতকাল বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খান খোকন।

এ সময় উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র অন্যতম নেতা সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম লাল, সিনিয়র নেতা শফিকুল আলম লিটন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মিজানুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর

রহমান রানা, মামুনুর রশিদ, মেহেদী হাসান, তরিকুল ইসলাম, শাহিন, ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেন, রিমন হোসেন, মাহমুদ হাসান কবির, আক্তারুজ্জামান সহ অত্র ইউনিয়নের সকল নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সুসংগঠিত করার লক্ষে সকলকে এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি: গয়েশ্বর

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি। যে কারণে পিলখানা হত্যাসহ হাজারো ঘটনাকে তারা হজম করতে পেরেছে। কিন্তু যৌবনে এই শক্তিকে স্বাভাবিক মনে হলেও পরবর্তী জীবনে এর খেসারত দিতে হয়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি কমিউনিকেশন সেল, বিএনআরসি পরিচালক ও প্রধান সমন্বয়ক সাবেক এমপি জহির উদ্দিন স্বপনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইতিহাস বিকৃতির অপতৎপরতা রুখতে হবে’ শীর্ষক এ সভার আয়োজন করা হয়।

গয়েশ্বর বলেন, ১৫ আগস্ট রক্তাক্ত ইতিহাসে সুবিধাভোগী হয়েছিল আওয়ামী লীগই। তখনকার ইতিহাসে ওই রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিরাই পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ওই সময়ে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তিনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেছিলেন। তিনি কাউকে সমর্থন জানাননি। তিন বাহিনী প্রধান খন্দকার মোশতাকের শপথ অনুষ্ঠানে গেলেও তিনি যাননি। এরপরও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রাজনীতিতে তাকে হেয় করার জন্যই ওই ঘটনায় তাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। ইতিহাস বিকৃতি করছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

# [redacted]

[redacted]

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।